দৈনিক ইত্তেফাক ৫৭

তারিখ MAR. 01 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈনিক
ইত্তেফাক

বুধবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৪০৬

এসএসসি পরীক্ষা

আগামীকাল (২রা মার্চ) হইতে সারাদেশে ২০০০ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা শুরু হইতে যাইতেছে। দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর ও চট্টগ্রাম) অধীনে এইবার প্রায় ৯ লাখ ১২ হাজার পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে। উল্লেখ্য, গত বছর প্রায় সাড়ে আট লাখ পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়াছিল। এইবার ঢাকা বোর্ডের অধীনে ২ লাখ ৬৩ হাজার, রাজশাহী বোর্ডের অধীনে ২ লাখ ৭০ হাজার, চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীনে ৭৬ হাজার, কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে ১ লাখ ৫৩ হাজার, যশোর বোর্ডের অধীনে ১ লাখ ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিবে।

এসএসসি পরীক্ষায় যাহারা অংশগ্রহণ করিতেছে তাহারা জীবনের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের (পাবলিক) পরীক্ষার মুখোমুখি। এই পরীক্ষা তাহাদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই পরীক্ষাকে ঘিরিয়া তাহাদের এবং তাহাদের অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যে কতটা তীব্র তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। পরীক্ষা শুরু হইবার আগে আগে কোন কোন পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবককেও উৎকণ্ঠা তীব্রতর করিয়াছে প্রবেশপত্র না পাওয়ার বিষয়টি। গত সোমবারের সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে ঢাকা বোর্ডের শতকরা দশ ভাগ পরীক্ষার্থী এখনও প্রবেশপত্র পায় নাই, প্রবেশপত্র পায় নাই রাজশাহী বোর্ডের পঞ্চগড়ের তিনটি স্কুলের ২১৭ জন পরীক্ষার্থীও। বোর্ড কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং কম্পিউটার ফরম যাচাইয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের কারণে এই সংকট সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা যে কোন মাত্রায় গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা অনুমেয়। এই সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হইবার সময় পর্যন্ত যদি তাহারা প্রবেশপত্র পাইয়া থাকেন তবে ভাল। প্রশ্ন হইতেছে, না পাইলে কী হইবে? ইহার দায়-দায়িত্ব কে নিবে? সমস্যার সমাধান না হইলে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে উক্ত পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে এই বছর সকল পরীক্ষার্থীই নূতন সিলেবাস হইতে প্রণীত প্রশ্নপত্র হাতে পাইবে। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জানা থাকিবার কথা। তবে 'বই না পড়িলে পাস করা যাইবে না' শীর্ষক একটি সংবাদ (ইত্তেফাকে ২৯শে জানুয়ারী প্রকাশিত) কোন কোন পরীক্ষার্থীকে দুশ্চিন্তায় ফেলিয়াছে। তাহারা কেহ কেহ ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে লিখিয়াছেনও। কেহ লিখিয়াছেন হঠাৎ করিয়া প্রশ্নের ধরন পরিবর্তন করার পক্ষে, কেহ বিপক্ষে। আমরা জানি না প্রশ্নের ধরন কতটা পরিবর্তন করা হইবে এবং ইহার প্রভাব কী হইবে; তবে সমস্ত বই আগাগোড়া পড়িতে পরীক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করিতে বা বাধ্য করিতে নেওয়া যে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য। আমরা শুধু বলিব, এই ধরনের যে কোন সিদ্ধান্ত হুট করিয়া নেওয়া ঠিক নয়। শিক্ষা বোর্ডের উচিত ছিল সিদ্ধান্তটি অনেক আগে নেওয়া এবং স্কুলগুলিকে এই ব্যাপারে অবহিত করা।

পরীক্ষার কথা উঠিলে নকলের প্রসঙ্গটিও স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়ে। নকলের করাল গ্রাস হইতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে আমরা এখনও সমর্থ হই নাই। অতীতের ধারাবাহিকতায় নকলের প্রবণতা যেন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত বছরের এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকল হইয়াছে, বহিষ্কৃত হইয়াছে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। বলা বাহুল্য, গত বছরও অন্যান্য বছরের মত এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকল চলিয়াছে। আমরা ভাবিয়া আতংকিত হই, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে দেশের শিক্ষার মান নামিতে নামিতে কোথায় যাইয়া দাঁড়াইবে! পরীক্ষা হইতেছে শিক্ষা ও মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম। এই পরীক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে, পরীক্ষা গ্রহণের কোন পর্যায়ে যদি প্রশ্নপত্র ফাঁস বা নকলের মত ঘটনা হরহামেশাই ঘটিতে থাকে তবে মেধা যাচাইয়ের কাজটিই শুধু ব্যাহত হয় না, উচ্চতর মেধার অধিকারী পরীক্ষার্থীর প্রার্থিত ফল হইতে বঞ্চিত এবং অযোগ্য পরীক্ষার্থী লাভবান হইবার সম্ভাবনাও থাকিয়া যায়। আমরা আশা করি, এই অবস্থা যাহাতে অব্যাহত না থাকে সেই লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বাস্তবানুগ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। গত বছর আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল প্রতিরোধে গৃহীত কর্তৃপক্ষীয় বিভিন্ন ব্যবস্থাদির বিষয়ে শুনিয়াছিলাম। সেইসব ব্যবস্থা যে তেমন একটা কাজে আসে নাই তাহাতো বলাই বাহুল্য। দেখার বিষয় এইবার কর্তৃপক্ষ কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাহা কতটা কার্যকর প্রমাণিত হয়।

এইবারের এসএসসি পরীক্ষা ২রা মার্চ হইতে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত চলিবে। ইতিপূর্বে এত কম সময়ে কোন পাবলিক পরীক্ষা নেওয়া হয় নাই বলিয়াই জানি। গত বছর এই পরীক্ষা চলিয়াছিল ৪ঠা মার্চ হইতে ২৩শে মার্চ পর্যন্ত। গত বছরও কম সময়ে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে অনেকে উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইবারও করিতেছেন। আমরা মনে করি, যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নিয়া নেওয়ায় কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তটি ভাল। এখন ভালয় ভালয় পরীক্ষা শেষ হউক ইহাই প্রত্যাশা। উল্লেখ্য, গত বছরও এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন কোন হরতাল কর্মসূচী দেওয়া হয় নাই। এইবারও এসএসসি পরীক্ষা রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রহিল।